সেবা খাতের বেসরকারীকরণ বন্ধ করুন

১. ভূমিকা

মানুষের সুষ্ঠু-স্বাভাবিক জীবনধারণ ও বিকাশের জন্য যেসব উপাদান অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য সেগুলোকে 'সেবা' বলে চিহ্নিত করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী জনসেবা খাত গড়ে উঠেছে। এ ধরনের সেবার মধ্যে জীবনধারণের ৫ টি মৌলিক উপাদান খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা অন্যতম, যেগুলো অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। যেহেতু সেবাখাতে বিনিয়োগের সাথে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের বিষয়টি সরাসরি জড়িত তাই দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রসমূহ সরাসরি সেবাপ্রদান ও সেবাখাতের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যাতে সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় সেবা পায়। আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সময়েও পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র নিজস্ব অর্থায়নে জনসেবা খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। সেখানে রাষ্ট্র নিজেই মৌলিক সেবা সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। যদিও বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে নয়া উদারবাদের ধারক বাহক ও এর দোসর বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সকল সেবাখাত বেসরকারিকরণের জন্য দীর্ঘদিন যাবত চাপ প্রয়োগ করে আসছে। অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন সামাজিক সেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পানীয় জলের সরবরাহ ইত্যাদি বেসরকারিকরণের ফলে মানুষ সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জনসাধারণের মাঝে দিন দিন এসব নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহকে উদারবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব ও বহুজাতিক কোম্পানীর বাণিজ্য আগ্রাসন হতে রক্ষা করতে আজ, ৪ মে, সেবাখাতের বেসরকারীকরণ বিরোধী এশিয়া দিবসে আমরা আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার সমূহকে সেবাখাতের বেসরকারীকরন বন্ধ করার আহ্বান জানাই।

২. সেবাখাত ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা

রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদাসমুহ যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা'র ব্যবস্থা করবে তেমনি জনগণও তাদের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রের কোষাগারে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করবে। বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণের জন্য মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বলা আছে,

"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।"

সুতরাং খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থন, চিকিৎসা ও শিক্ষার মত মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো সরবরাহ ও নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। রাষ্ট্র ব্যতীত বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানী এ সবের দায়িত্ব নিলে স্বাভাবিকভাবেই এতে সকল জনসাধারণের সম অভিগম্যতার সুযোগ থাকবে না। কারণ সেবা তখন অধিকারের বদলে প্রয়োজনে পরিণত হবে এবং মানুষকে তার প্রয়োজনীয় পণ্যটি কেনার জন্য দ্বারস্থ হতে হবে বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে। মানুষের প্রয়োজন ও অধিকারের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যেমন একজন দরিদ্র মানুষের সর্বাগ্রে প্রয়োজন তিন বেলার অন্ন সংস্থান। এর বাইরের অন্য যে কোন প্রয়োজন তার কাছে গৌণ এবং আপাতভাবে অর্থহীন। কিন্তু একজন মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তার নিজস্ব প্রয়োজনের বাইরেও অন্যান্য সেবা উপাদানের যোগান দেয়া অত্যাবশ্যক। এতে সকল স্তরের জনগণের অভিগম্যতা বাড়াতে হবে এবং এটা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রের এ ভূমিকা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব।

৩. বেসরকারিকরণ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৮০'র দশকে যখন নয়া উদারবাদী শক্তির পরামর্শে অর্থনৈতিক নীতিমালা রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনের পরামর্শ দিচ্ছিল তখন থেকেই মূলত জনসেবাখাত বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৮০'র দশকে জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা যথাসম্ভব কমানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোড়ামির ধারা গড়ে উঠেছিল। এ ধারা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কমিয়ে যতটা সম্ভব বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এসব কর্মকান্ড বাস্তবায়নের প্রধান উপায় হচ্ছে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্য উদারীকরণ। এসব নীতি সাধারণত সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু জনসেবাখাতের ওপর এদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

২০০১ সালের শেষের দিকে বিশ্বব্যাংক বেসরকারি খাত উন্নয়ন কৌশলকে আরো জোরদার করে। এর ফলে বেসরকারিকরণ এখন যুগান্তকারী ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। 'বেসরকারিকরণের' বদলে যদিও এখন 'বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণ' এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু আসল ঘটনা একই। বর্তমান কৌশল অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক সরকারের হাতে থাকা অবশিষ্ট মৌলিক সেবাখাতগুলোও বেসরকারিকরণ করতে চাচ্ছে। এর সাথে সাথে বিশ্বব্যাংকের যে

বিভাগগুলো সরাসরি বেসরকারি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন আইএফসি বা মিগা (MIGA) তাদের কলেবর এবং ক্ষমতা বাড়ানোরও জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

উচ্চ মাত্রায় ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মওকুফের শর্ত হিসেবেও বেসরকারিকরণকে জুড়ে দেয়া হয়। বিশ্বব্যাংকের ঋণ মওকুফের সুবিধা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশকে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করতে হবে এবং পিআরএসপি (দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র) প্রণয়ন করতে হয়। উপরোক্ত দুটি প্রক্রিয়াতে স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারিকরণ যুক্ত থাকে এবং বাস্তবায়নের বিলম্বিত প্রক্রিয়া অনুদান প্রাক্রিয়াকে ধীরগতি সম্পন্ন করে তোলে।

যেসব দেশ এখন নিজেদের 'উন্নত' বলে দাবি করে তারা তাদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেছে সেবাখাতে বিনিয়োগ তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমেই। কিন্তু পরবর্তীবছরে ঐ সমস্ত দেশসমূহ তাদের দেশের বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি অনুন্নত দেশসমূহে চাপিয়ে দেয়। অথচ বর্তমান সময়ে গৃহীত নীতিমালা প্রায়শ এসব ঐতিহাসিক নজিরকে উপেক্ষা করে।

৪. ঋণ, ঋণের রাজনীতি এবং নয়া উদারবাদী অর্থনীতি: দুষ্ট চক্রের খপ্পরে বাংলাদেশ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানার বেসরকারিকরণ এবং বাজার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে খুলে দেয়ার জন্য বাংলাদেশের ওপর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ক্রমাগত চাপ রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ঋণের সাথে উপরোক্ত শর্তাবলী যুক্ত থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব শর্তের সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ও এর আওতাধীন 'গ্যাটস'ও বেসরকারিকরণের পক্ষে সাফাই গেয়ে চলেছে। সেজন্য আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য আলোচনার বহু পূর্বেই এই প্রক্রিয়া কাঠামোগত সংস্কারের পক্ষে কাজ করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কাঠামোগত সংস্কার কর্মসুচি এখন 'দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র' বা পিআরএসপি নামে পরিচিত। একে একটি দেশের নিজস্ব কৌশল এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন ও বিনিয়োগের দিকনির্দেশনা বলে বিবেচনা করা হয়। উচ্চ মাত্রায় ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মওকুফ এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ পেতে হলে দেশগুলোকে অবশ্যই পিআরএসপি প্রণয়ন করতে হয়। সুতরাং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামো ও শর্ত অনুযায়ী দারিদ্য বিমোচন করার জন্য পিআরএসপি একটি প্রস্তাবিত কর্মসূচি। এসব শর্তের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে জনসেবা খাতের বেসরকারিকরণ।
বাংলাদেশ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য নীতিকে অস্বীকার বা এগুলো নিয়ে দরকষাকষি করতে পারে, কিন্তু আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ শর্তাবলীকে উপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং, এই পরিপ্রেক্ষিতে বহুপাক্ষিকতার চেয়ে দ্বিপাক্ষিকতা ও নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতিমালা অনেক বেশি ক্ষতিকর।

৫. বাংলাদেশে বেসরকারি সেবার হালহকিকত

প্রায়শ এই ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সরকারি খাতের চেয়ে বেসরকারি খাত 'সুস্পষ্টভাবেই' অধিকমাত্রায় দক্ষ, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক বিচারে এই ধারণা ভুল। আজকের দুনিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হচেছ সরকারি খাতের সমর্থন ও সহযোগিতা। গরীব দেশগুলোতে অকার্যকর জনসেবা খাতের প্রধান কারণ হচ্ছে দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, যেগুলো মূলত রাজনৈতিক সমস্যা। সুতরাং, বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ভূল পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে দুর্নীতির সূচনা করে এবং এই প্রক্রিয়া কোনভাবেই গরীব মানুষকে সমর্থন করে না। বেসরকারি খাতের কর্পোরেট সেবা যে আসলেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করে না, বরং নানাভাবে শোষণ করে তার অনেক বাস্তব উদাহরণ আমাদের দেশে রয়েছে।

৬. আমাদের দাবীসমূহ

সেবাখাত ও মানবাধিকার সম্পর্কিত 'বাণিজ্যে উদারীকণ সংক্রান্ত 'এক যুগান্তকারী গবেষণায় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার লক্ষ্য করেন যে, বিদেশি বিনিয়োগ কিছু সুযোগ সুবিধা বয়ে আনে বটে কিন্তু বিদেশি সাহায্যের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি সরকারের জন্য হুমকিস্বরূপ। সেবায় ব্যবহার মূল্যের প্রবর্তন গরীব, প্রান্তিক ও অসহায় মানুষদের সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়, ক্ষেত্রবিশেষে অনিশ্চিত করে তোলে। তাই আজ, ৪ মে, সেবাখাতের বেসরকারীকরণ বিরোধী এশিয়া দিবসে আমরা সেবা বাণিজ্যে বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসন বন্ধসহ সকল ধরণের সেবাখাতের বেসরকারীকরণ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি ।

আয়োজক সংগঠন

AMKS, DORA, equitybd, LEAD Trust , La-Via Campesina- Bangladesh, MFTD, Online Knowledge Center, POTHIKRITE , PRANTIC, PRADIP, RCSV

বিস্তারিত যোগাযোগ

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), বাড়ি ৯/৪, সড়ক ২. শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : info@equitybd.org, ওয়েব সাইট www.equitybd.org